57

ভোরের কাগজ

তারিখ 09 NOV 1997

চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাক্ট

দুটি দ

না, শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী

করেননি। পত্রিকান্তরে জানানো

সম্ভবত একই পরিণতি ঘটবে

আলোর মুখ দেখবে না।

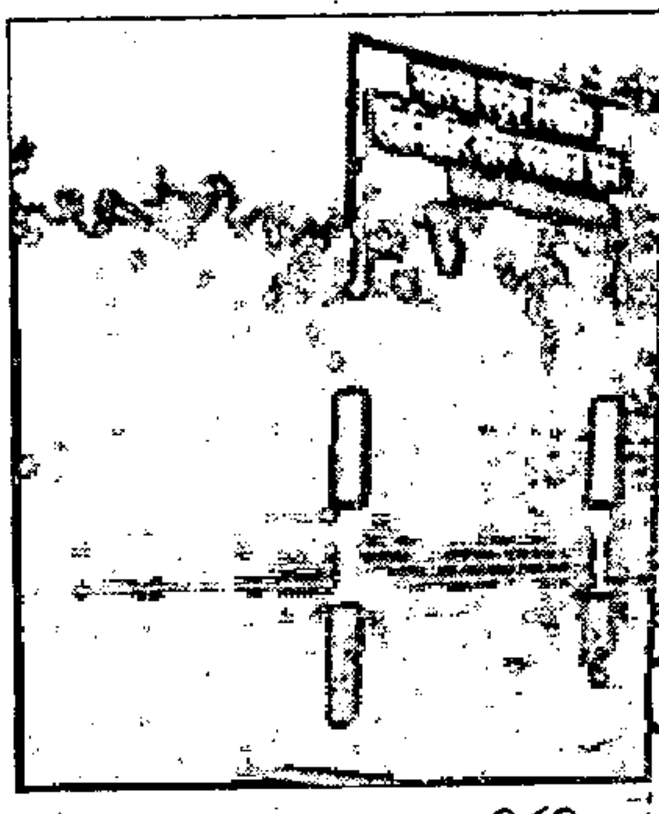

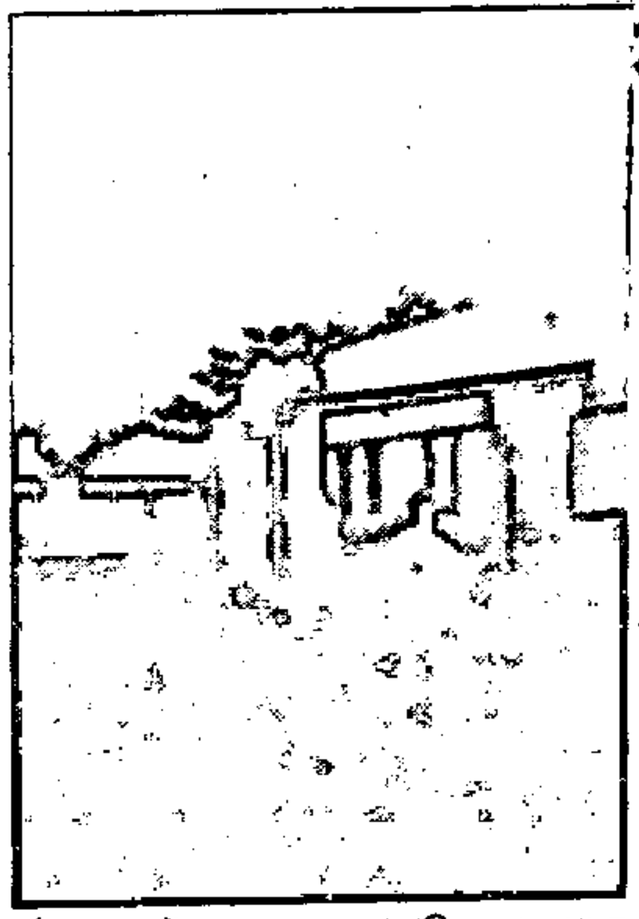

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের এক বিশাল অংশ প্রকৌশলীরা পরিচালনা করে থাকে। শুধু সরকারি খাত নয় বেসরকারি নির্মাণ খাতেও বছরে কয়েকহাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হল, এ সকল কর্মকাণ্ডে যে সকল পেশাজীবী বিশেষ করে প্রকৌশলী ও স্থাপতিরা নিয়োজিত, তাদের পেশাগত মাননিয়ন্ত্রণ ও সততা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনো বিধিবদ্ধ আইন প্রচলিত নেই। ফলে, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, ডিজাইন প্রণয়ন বা নির্মাণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কাউকে আইনগতভাবে জবাবদিহি করতে হয় না, শাস্তি প্রদান সম্ভব নয়।

লক্ষণীয় যে, এই আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে বিদেশী নির্মাতা ও প্রকৌশল সংস্থাগুলো আমাদের দেশে তাদের দেশ থেকে অনুপযুক্ত প্রকৌশলীদের নিয়ে আসছে। ফলস্বরূপ যেসব নিম্নমানের ও ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো গড়ে উঠছে দেশে, তার জন্য কাউকে দায়ী করাও সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের দেশে কোনো বিদেশী আইনজীবী বা চিকিৎসক নিজের দেশে যত যশস্বীই হোন না কেন, যে পর্যন্ত এ দেশের বার কাউন্সিল বা মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন না পান সে পর্যন্ত এ দেশে তাদের পেশা অনুশীলন করতে পারেন না। একইভাবে আমাদের দেশের কোনো পেশাজীবী অন্য দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় রেজিস্ট্রেশন না নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অক্ষম। অথচ, দেশে প্রকৌশল পেশার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বিধিবদ্ধ আইন না থাকায় যে কোনো বিদেশী প্রকৌশলী এখানে প্রকৌশল পেশা অনুশীলন করতে পারেন। যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়, অন্তত দেশের ভবিষ্যত চিন্তা করলে।

চাটার্ড কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো সনদ। ইউরোপে মধ্যযুগে কোনো পেশা অনুশীলন বা ব্যবসাবাণিজ্য করতে হলে রাজার অনুমতির প্রয়োজন হতো। রাজা সম্যকভাবে বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে সনদ বা চার্টার প্রদান করতো। রাজ প্রদত্ত চার্টার বা সনদে পেশা অনুশীলন বা ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার কতোগুলো নিয়মকানুন বেধে দেওয়া হতো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য এ ধরনের অসংখ্য চার্টারের সন্ধান মিলবে। সম্ভবত ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতা বিকাশে এ সকল চার্টার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইউরোপীয় দেশসমূহে গণতন্ত্র ও নাগরিক সমাজ বিকাশে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এ সকল চার্টারের ভূমিকা অপরিসীম।

ইউরোপীয় ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা আধুনিক সভ্যতার অন্যতম পটভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশেও তারা বিভিন্ন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা অনুশীলন ও পেশাজীবীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে। এ যুগের নব্য শিল্পোন্নত দেশ সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও একই ধরনের আইন প্রবর্তিত হয়েছে। এ সকল আইন যে শুধুমাত্র পেশা, পেশাজীবীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয়, পেশাজীবীদের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকেও প্রতিষ্ঠিত করে। এ সকল আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র গণতন্ত্রের বিকাশ, নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বিভিন্ন পেশায় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতাকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক আইন বা Regulatory Law প্রবর্তন, একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেরও মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেশাজীবীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন একই সঙ্গে তাদেরকে জনগণের কাছে, সরকারের কাছে কাউন্টেবল করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমটির প্রয়োজন ত প্রতিদিনকার পরিবর্তনের সঙ্গে পেশাজীবীদের আত্মিক যোগাযোগ দৃঢ় করার লক্ষ্যে। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ পেশাজীবীদের পেশাগত সততা ও কাজের মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। বাংলাদেশের কয়েকটি পেশার জন্য উক্ত দুটো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৌশলীদের জন্য এ দুটোর কোনোটিই নেই।

প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশার পেশাগতমান ও সততা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োজন। বাংলাদেশে চিকিৎসক, একাউনটেন্ট, সাংবাদিক, আইনজীবী প্রভৃতি পেশাজীবীদের জন্য যথাক্রমে মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, চার্টার্ড একাউনটেন্ট অ্যাক্ট, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, বার কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রচলিত আছে। এসব আইন সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের তাদের পেশা অনুশীলনের আইনগত অধিকার পেশা অনুশীলনের ক্ষেত্রে কেউ অসততার

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য নির্ধারিত স্থা

এই ভবনে স্টাফ কলেজের প্রাথমিক কাজ শুরুর

আশ্রয় গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের পেশাগত জীবনে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ ক এ আইনগুলো পেশাজীবীদের সমাজ ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করছে।

প্রস্তাবিত চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাক্টে প্রকৌ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রস্তাব করা হয়েছে। স্নাতক প্রকৌ বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উত্তীর্ণদের নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা প্রস্তাবি হয়েছে। নিবন্ধিত হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ তবে বিভিন্ন পর্যায়ে নিবন্ধনের জন্য এ সংস্থানকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিল কর্তৃক আ ব্যবস্থা রয়েছে। শুধুমাত্র কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন নিবন্ধনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে না, শুধু নিবন্ধন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রাব বিবেচিত হবে। তাই, প্রস্তাবিত আইনে ক কোনো আনুকূল্য প্রদর্শনের সুযোগ নেই। প্রকৌশল পেশা অনুশীলনের ক্ষেত্রে বেশ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ সকল বিধিবিধান ব তা সম্প্রতি বাংলাদেশে সংঘটিত বেশকি করে। যেমন- ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে

কারণে স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারি রাস্তায় ফাঁকি দিয়ে হাফেজ বজলুর রহমান সড়কটি বর্তমানে এখন চরম আকার ধারণ করেছে ামাটি সড়কের জলিলনগর বাস স্টেশনের দক্ষিণ দিক হয়ে চট্টগ্রাম-রাঙ্গ প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে ঝড়-বৃষ্টিতে ও পাহাড়ি ঢলে কয়েকটি ছড়াতে নেমে বজলুর রহমান সড়কের পাশে অবস্থিত। ফলে উক্ত সড়কের পাশে অবৈধ ক্রেতা। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে ভাগ-বাটোয়ারা দিয়ে অবৈধ বালি বিক্রেতারা দখ বিক্রয়ের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এভাবে চলে অবৈধ বালি বিক্রির রমর টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। আর বালি ভর্তি ট্রাক চলাচলের ফলে উক্ত সড়কে সড়কের উইংওয়েল ধসে পড়েছে মাটিতে। এছাড়াও এ সড়কের পাশে গুরু গিয়ে মারাত্মক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ছবি ও প্রতিবেদন : স

কর নামে সার্টিফিকেট মামলা

ঞ্চলের জলাবদ্ধ ৯৬টি গ্রা

কাটছে অনাহারে-অর্ধাহা

একটি সূত্র জানিয়েছে, ভবদহ ও বিল ডাকাতিয়া এলাকার ৮ থানার ৯৬টি গ্রামের মানুষ ব্যাংক ও মহাজনের মিলিয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণের বোঝা বইছে। এর মধ্যে ৬০ কোটি টাকা ব্যাংকের।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, যশোরের কেশবপুর, মনিরামপুর ও অভয়নগর থানা এলাকায় অবস্থিত কৃষি ব্যাংকের ৫টি শাখায় মোট অনাদায়ী কৃষি ঋণের পরিমাণ ৩১ কোটি ৭১ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। এরমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ১ কোটি ৪২ লাখ ২ হাজার টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংক মামলা দায়ের করেছে। যশোর কৃষি ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, কৃষি ব্যাংক মনিরামপুর শাখায় ৩ হাজার ৩৭ জন কৃষকের মেয়াদউত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৯৯ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। এই শাখা মামলা দায়ের করেছে ৭১ জন কৃষকের নামে। এছাড়া কেশবপুর শাখায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৪ কোটি ৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। এই শাখা ২৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করেছে ৪২ জন কৃষকের বিরুদ্ধে। মশিয়াহাটি শাখায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ২ কোটি ১১ লাখ ৬২ হাজার টাকা। এই শাখা ১৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করেছে ৮৭ জন কৃষকের বিরুদ্ধে। নওয়াপাড়া শাখায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৩ লাখ টাকা। এই শাখা ২২ লাখ টাকা আদায়ের জন্য মামলা দা ৬৩ জন কৃষকের বিরুদ্ধে। শাখায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের প কোটি ১৮ লাখ টাকা। এই শা ৫৩ হাজার টাকা আদায়ের জ দায়ের করেছে ৪৩ জন কৃষকে এবং মনিরামপুর শাখা ৫০ হাজার টাকা আদায়ের জন্য ৭ দায়ের করেছে।

অপর একটি সূত্রে জানা ব্যাংক মনিরামপুর, কেশব অভয়নগর থানা এলাকায় অর্থবছরে মাত্র ১ কোটি ৬ হাজার টাকা বিতরণ করে প্রতিকূলের মধ্যেও পানিবন্দি অভাবী মানুষ ইতিমধ্যে ৫০ বেশি ঋণ পরিশোধ করেছে। সূ পানিবন্দি এলাকার ১০০ জন কৃ মওকুফের প্রক্রিয়া চলছে।

বর্তমানে ৮ থানার ৯৬ গ্র হতাশার সাগরে বসবাস কর থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে এমতবস্থায় কৃষি ব্যাংক ঋণগ্র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কর দাঁড়িয়েছে 'মড়ার ওপর খাঁ মতো।

চট্টগ্রামে বিভিন্ন সংগঠনের ৭ নভেম্বর পালন

চট্টগ্রাম অফিস : ভিন্ন ভিন্ন নামে ৭ নভেম্বর পালন করেছে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলো। 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম আকবর খন্দকারের নেতৃত্বে রাঙ্গুনিয়াস্থ জিয়ার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির উদ্যোগে নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সভাপতি মীর নাছির

নানা কর্ম ৭ নভেম্বর

কাগজ ডেস্ক : সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ নভেম্ব হয়েছে। বিএনপি ও তার অঙ্গস জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হি কোনো কোনো সংগঠন 'মুক্তি দিবস' হিসেবে দিনটি পাল বিভিন্নস্থান থেকে আমাদের প্র পাঠানো খবর :